আর. ডি. বনশাল
প্রযোজিত

অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী
পরিচালিত

সীতা

রঙীন ছবি

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত

সীতা

(সম্পূর্ণ রঙীন)

প্রধান সম্পাদক ও পরিচালক : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য/সংলাপ : বিভূতি মুখোপাধ্যায়। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সংগীত : নীতা সেন। আলোক চিত্র : অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী। শিল্প নির্দ্দেশনা : সুনীল সরকার রূপসজ্জা : মনতোষ রায়, শম্ভু দাস। সাজসজ্জা : হারু দাস, শেখ শের আলি সর্বাধ্যক্ষ : গোবিন্দ রায়। ব্যবস্থাপনা : রতন চক্রবর্তী, অরুণ দাস। স্থির চিত্র : খুশি সোম। সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী। শব্দ গ্রহণ : অনিল দাস, সোমেন চ্যাটার্জী। শব্দ পুনর্যোজনা : মিঃ ওয়াগলে কণ্ঠ সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, বনশ্রী সেনগুপ্ত, জয়ন্তী সেন, মাধুরী চ্যাটার্জী, সুধীন সরকার, কমল গাঙ্গুলী, অঞ্জনা বিশ্বাস ও আরও অনেকে। আবহসংগীত : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, হিমাদ্রি ভট্টাচার্য। অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিও, টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও। রসায়নাগার : র‍্যামনার্ড রিসার্চ ল্যাবরেটরী (বম্বে) ফিল্ম সার্ভিস।

প্রচার ও জনসংযোগ : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
বিশ্ব পরিবেশনা : আর. ডি বি এণ্ড কোং

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনা : কাজল মজুমদার, বরেন চ্যাটার্জী। আলোক চিত্র : জনক ঘোষ। সম্পাদনা : মিঃ নাইডু (বম্বে) জি, শঙ্কর, ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী। শিল্প : রবি দত্ত। রূপসজ্জা : নিমাই সমাদ্দার। ব্যবস্থাপনা : শঙ্কর দাস, কার্তিক দাস। সংগীত গ্রহণ : বলরাম বারুই। শব্দ গ্রহণ : বাবাজী শ্যামল। আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, সতীশ হালদার, ভবরঞ্জন, দুখিরাম, ব্রজেন, অনিল, সুনীল, তারাপদ, বেনু, মঙ্গল, কাশীরাম, হংসরাজ, মধু, গোকুল, নব, লালু, অমূল্য, হট্ট, মদন।

ভূমিকায় :

সন্ধ্যা রায়, অসীম কুমার, বিপিন গুপ্ত, কাঞ্চন দে বিশ্বাস মধু চ্যাটার্জী, দীপ্তি রায়, গীতা দে. শিশির মিত্র, মৃণাল মুখার্জী, রবীন ব্যানার্জী, দিলীপ. হালদার, জয়দীপ ঘোষ, আনন্দ মুখার্জী, নির্মল ঘোষ, রূপক মজুমদার, দেবীকা মিত্র, মীনা মুখার্জী, অনামিকা সাহা, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী, রেণুবালা, তপতী ব্যানার্জী, প্রীতম পাঠক, সতু মজুমদার, সমর কুমার।

কথা

বনবাস শেষে সীতাকে উদ্ধার ক রে, রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলেন। সারা অযোধ্যা উৎসবে মেতে উঠল। রাম রাজা হলেন। আত্মনিয়োগ করলেন প্রজানুরঞ্জনে।

দিন যায়। দুর্মুখ একদিন এসে রামকে জানাল, অযোধ্যার কিছু লোক রাবণের কাছে বন্দী থাকা নিয়ে সীতার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করছে। রামচন্দ্র সীতা-বিসর্জ্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নির্দেশে সীতাকে দিয়ে এলেন মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রমে।

বাল্মিকীর আশ্রমে সীতার দুই ফুটফুটে ছেলে হ'লো। লব আর কুশ। মহর্ষির তত্ত্বাবধানে দু-ভাই বড়ো হচ্ছে। নানা কিছুর সঙ্গে তারা অস্ত্রশিক্ষাও নিচ্ছে। লব-কুশের প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধ করে বাবাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, মোছাতে হবে মায়ের চোখের জল।

এদিকে রামচন্দ্র অস্থির। প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে রামচন্দ্রের মনে অপার শূন্যতা। ভায়েরা রামচন্দ্রের এই অস্থিরতা সহ্য করতে পারলেন না সবাই মিলে পরামর্শ চাইলেন গুরু বশিষ্ঠের কাছে। সিদ্ধান্ত হ'লো অশ্বমেধ যজ্ঞের। অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়া হ'লো। ঘোড়া কেউ আটকালেই শুরু হবে যুদ্ধ।

বনের মধ্যে লবকুশ ঘোড়াটা দেখতে পেয়ে বেঁধে ফেলল। শুরু হ'ল যুদ্ধ। বিষম যুদ্ধে ভরত, লক্ষ্মণ; শত্রুঘ্ন হেরে যাওয়ায় রামচন্দ্র এলেন। কিন্তু তিনিও ফিরে গেলেন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে। সীতা এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। সব শুনে বুঝলেন তাঁর ছেলেরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। উদ্বিগ্না হলেন সীতা সান্ত্বনা দিলেন মহর্ষি বাল্মিকী। কিন্তু সীতার উদ্বেগ আরও বাড়লো, যখন শুনলেন রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ সহধর্মিনী ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। তবে কি .....শেষাংশ পর্দ্দায় দেখুন।

গান—১ (ক)

ভারতের পুণ্য মাটীতে
যুগে যুগে
জন্ম নিয়েছেন কত সতী
সীতা যে তাদেরই একজন
মহাপুণ্য বতী।
সে সীতার অমৃত নাম
শুন সর্ব্বজন
সে মহাসতীর কথা
করি নিবেদন।
ছিলেন জনক ঋষি
নামে এক রাজা মিথিলায়
যজ্ঞ ভূমি করেন চাষ
সন্তান কামনায়।
ওঠে লাঙ্গল শিরালে ডিম্ব
কন্যা পাইলো তাতে
ফিরিলেন ঘরে সেই
কন্যা লইয়া সাথে।
ভাগ্যেরই ফলে মেলে
এমন দুহিতা
লাঙ্গলের মুখে জন্ম
নাম হল সীতা।

(খ)

জনকের ঘরে কন্যা
তিলে তিলে বাড়ে
কত স্নেহ ছিল রাজা
ঢেলে দিল তারে।
ঘোষণা করিলেন শেষে
জানকীর পিতা
হরধনু ভাঙ্গিবে যে
তারে দিব সীতা।
ধনুক তুলিতে না
পারে কোনজন
ভাঙ্গিলেন রাম আসি
সে ধনু তখন।
রাম তিন ভ্রাতা লইয়া
আইলেন বর সাজি
চারি ভ্রাতার বিয়া হইল
শঙ্খ ওঠে বাজি
মন্থরার চক্রের টলে
কৈকেয়ীর মন
রাম নহে ভরতের
চাহি সিংহাসন।

(গ)

দশরথ শ্রীরামেরে
রাণীর বচনে
চোদ্দ বৎসরের তরে
পাঠাইলেন বনে।
রাম আর লক্ষ্মণ
চলে সব ছাড়ি
জানকীরে ধরি কাঁদে
যত গৃহনারী
যে সীতা না দেখিতেন
সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যায়
দেখ সর্ব্বজন।
রাবণের ভগ্নী সেই
সূর্পনখা নাম।
সীতারে বিনাশ তার
ছিল মনস্কাম।
কোপেতে লক্ষ্মণ বীর
মারিলেন বান
কাটিল সে রাক্ষসীর
নাক আর কান।
মায়ার পাতকী ঐ
মায়ারূপ ধরে
সোনার হরিণ হইয়া
মন মুগ্ধ করে।
রাবণ আইলেন বনে
ছল করি শেষে,
সীতারে হরণ করে
তপস্বীর বেশে।

(ঘ)

পথে ছুঁড়ে দেন দেবী
অঙ্গের ভূষণ,
কোন দিকে গেছে সীতা
থাকে নিদর্শন।
জটায়ু নামেতে পক্ষী
গরুড় নন্দন,
দূর হইতে শুনিল সে
সীতার ক্রন্দন।
পথ রোধ করি পাখী
পাখা দিয়ে মারে,
রাবণ ছুড়িয়া বাণ
পঙ্গু করে তারে।
অশোক কাননে রাখে
সীতারে রাবণ
সূর্পনখা বলে তোর
বধিব জীবন।
শ্রীরামের কথা ভাবি
সতী সীতা কাঁদে
হায়! একি দশা হইল মোর
বিনা অপরাধে।
যতেক বানর ছিল
কহে জয় রাম
জয় জয় রাম
সাগর বাঁধিব মোরা
নিয়া তব নাম
জয় সীতা রাম।

(ঙ)

পর্ব্বত আনিয়া জোগায়
পবন নন্দন,
সীতার নিকট আসি
বীর হনুমান।
রাবণ আদেশ দিল
নাশো ওর প্রাণ।
আগুন লাগালো গায়ে
প্রভু আজ্ঞা শুনে
লঙ্কা দহন করেন বীর
লেজের আগুনে।
যুদ্ধ করিতে লঙ্কায়
আসিলেন রাম
রাবণের সাথে হইল
তুমুল সংগ্রাম।
রাবণ হইলেন বধ
মৃত্যুবাণে শেষে,
করিলেন সীতারে উদ্ধার
রামচন্দ্র এসে।

(চ)

প্রতিদিন জানকীরে
করগো স্মরণ
সার্থক হইবে তা
মানব জীবন।
সীতা সতীর নামে
অমৃত ঝরে
নারীর আদর্শ সীতা
সীতা ঘরে ঘরে।

গান—২

কতদিন সাজোনি এসো
তোমাকে সাজাই
মালিকা বন্ধনে অগুরু চন্দনে
তোমাকে সাজাই
হয়েছে কি রূপের ছিরি
এতদিন বনবাস থেকে
যেন চাঁদ ছিল মেঘে ঢেকে
ও পায়ে নূপুর বেঁধে পুলকে বাজাই
এসো তোমাকে সাজাই।
যার এমন রূপ আর এমন মুখ
তাকে সাজিয়ে সুখ আর সেজেও সুখ
তুমি সাজতে ভালবাস
এ কথা যাতে ভুলে না যাই
তোমাকে সাজাই।
স্বর্ণ আভরণে বর্ণ আবরণে সাজো
ওকে না সাজিয়ে কি রে মাগুরী
সাজাবো কি তোকে
গন্ধহীন ফুল কেউ কি দেখে
একই অঙ্গে এত রূপ দেখে
হিংসে হয়, একি প্রাণে সয়,
মধুর বেশে নব বধূর মত
ওকে যে সাজাই,
কাজল অঙ্কনে, কেউর কঙ্কনে সাজো
ললিত রঙ্গনে কণক কঙ্কনে সাজো।

গান—৩

আর কারও নাম যেন সীতা না হয়
এ নাম নিঠুর বড় বড় জ্বালাময়
আমি যেন হতে পারি
এ জগতে সীতা নামে শেষ নারী
যদি কেউ কন্যারত্ন পাও
আর যে কোন নাম দিও
এই নাম নয় না না সীতা আর নয়।
পেলাম সিঁথীতে সিন্দুর
পেলাম সোনার সংসার
পেলাম অমন স্বামী
তবু হলাম জনম দুখিনী আমি।
আমার মরণ হ'লে
চিতায় এ নাম যেন যায় গো জ্বলে
এ জগতে আর যেন
এ পোড়া নামের কোন চিহ্ন না রয়
না না সীতা আর নয়।

গান—৪

হায় একি অপবাদ
আমার সীতা মা নাকি কলঙ্কিনী
হায় একি শুনিলাম।
যে রামায়ণ রচনা করেছি
সে কাহিনী পড়ে, সীতা নিষ্পাপ কিনা
যেন ইতিহাস বিচার করে।
কি ক'রে রক্ষা করি আমার মাকে
আমি আজ অক্ষম অসহায়
আমার কি করণীয় বোঝাও আমায়।

বনের পশুও আপন করেছিল
বনবাসে সীতা মাকে
মানুষ যারা পশুরও অধম
মিথ্যে অপবাদ দিল তাকে
তোমরা যারা আমার নামে উঠলে এসে
ফিরব না আর এই দেশে
ফিরব না আর এই দেশে
এ দেশের মানুষ বলে
সীতা মা নাকি কলংকিনী
ফিরব না আর কোনদিনই।
ঐ যে মা গঙ্গা এ হল সীতার মত
কত আবর্জ্জনা নিয়ে বয়
তাতে কি গঙ্গা অশুদ্ধ হয়?
তেমনি সীতা কলংকিনী নয়।
আমরা লাঙ্গল চালাই
তার ফলে মাটীতে যে রেখা পড়ে
তাকে সীতা বলে
সে সীতা মা মাটি
তারি দয়া পেয়ে আমরা বেঁচে থাকি
সে মায়ের অপবাদ শুনে
লজ্জা কোথায় ঢাকি
আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য্য
ফুল আর ফল পাতা
গাওরে সবাই সতী সীতার
মহিমারই গাথা
সীতা যদি কলংকিনী হয়
সুন্দর কি আছে তবে কলংকরি মত
হতাম গরবিনী যদি
এ কলংক আমারই হত

গান—৫ (ক)

জয় জয় রাম, জয় রাজা রাম
তুমি গুনধাম জয় রাজা রাম
তোমার পায়ে শতকোটি প্রণাম।
তুমি দর্শনধারী নয়নাভিরাম।
তুমি ধর্ম্মাবতার
এসেছি তোমার কাছে
চাইতে বিচার।
আমাদের পিতা তারও নাম রাম
তবে আমাদের পিতা কেন অকারণে
পাঠালেন মাকে নির্ব্বাসনে
তুমি বিচার কর; হে রাজা রাম,
ন্যায়ের দণ্ড ধর, বিচার কর।
লোকে বলে রাম তুমি নারায়ণ
সেই রাম নাম শুনে মা কাঁদে সারাক্ষণ
তবে রাম নামের মহিমা কি
তুমিই বল হে রাজা রাম।
যার রক্তে গড়া আমাদের দেহ
পায়নি সে পিতার আদর স্নেহ
কেন আমরা হ'লাম
এমন পিতৃহারা, হে রাজা রাম।
ন্যায়ের দণ্ড ধর বিচার কর।

(খ)

পিতার কথা শুধাই যখন
মায়ের চোখে দেখি জল
বুঝিয়ে দিতাম পিতাকে পেলে
মাকে কষ্ট দেওয়ার কি যে ফল
আমাদের তুমি কি ফেলতে পারতে
আমরা তোমার ছেলে হলে
এত প্রভেদ কেন দুই রামেতে
হে রাজা রাম তুমি দাওনা বলে
কেন এমন হল আমাদের ভাগ্য
হে রাজা রাম।
মা আমাদের রাজার রানী
এই কথা তো সবাই বলে
দীন দুখিনী ভিখারিনী
মা ভাসে দেখি শুধু চোখের জলে
আশ্রমেতে জন্ম মোদের
আমাদের জান কী,
কষ্ট হরণ হে রাজা রাম
সেই মায়ের ব্যথা জান কি?
ছিল কি অপরাধ আমাদের
মায়ের বল রাজা রাম।

(গ)

আসল সীতাকে বিদায় দিলে
লোকের কথা কানে তুলে
স্বর্ণ সীতার মোহে তুমি
হে রঘুমনি আছ ভুলে
বিচার চাইতে এসেছিলাম
তোমার কাছে হে রাজা রাম
আসল তো নয় নকলেরই
তোমার কাছে বেশী দাম।

—০—

আর, ডি, বি'র প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।
Engraved & Printed by :
Universal Process, 77/2, Dharamtalla St., Cal.-13 Phone : 24-6405, 21-2151

আসছে

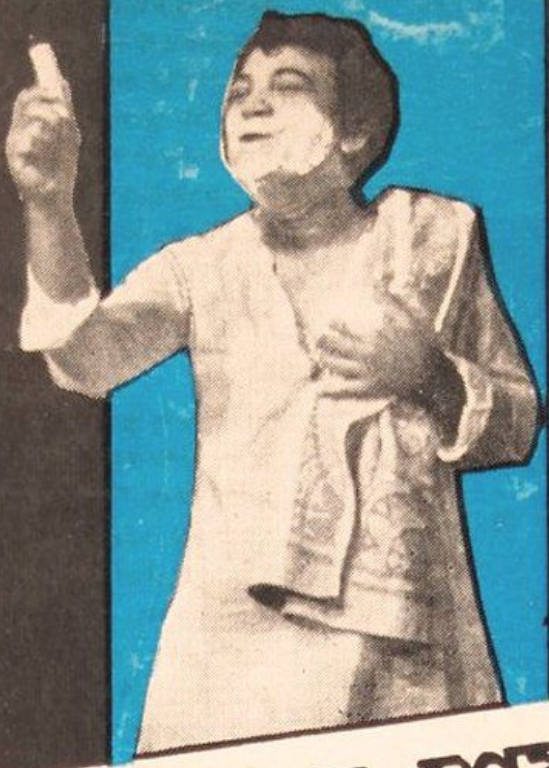

মহানায়কের শেষ ছবি

কমল বনশল প্রযোজিত

ওগো সুন্দরী

ইষ্টম্যান কালার

পরিচালনা
সলিল দত্ত

সুর
বাপি লাহিড়ী